ইতিহাস পাঠ

প্রসঙ্গ কথা

ইতিহাস পাঠ

প্রসঙ্গ কথা

সংকলন

ইমরান রাইহান

সম্পাদনা

শায়খ আবদুল্লাহ আল মামুন

চেতনা

চেতনা

ইতিহাস পাঠ : প্রসঙ্গ কথা

সংকলন | ইমরান রাইহান
সম্পাদনা | শায়খ আবদুল্লাহ আল মামুন

প্রথম প্রকাশ | আগস্ট ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ | নভেম্বর ২০২১

প্রকাশক | খুরশিদ আমজাদী
স্বত্ব | প্রকাশক
ব্যবস্থাপক | বোরহান আশরাফী
সার্বিক সমন্বয় | সুফিয়ান আহমেদ

প্রকাশনায় | চেতনা
১১/১, ইসলামী টাওয়ার
দোকান নং ২০ (১ম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১২-৯৪৭৬৫৩
০১৩০৩-৮৫৫২২৫

অনলাইন পরিবেশক | সমাহার
০১৭১৫-৪৯৪৮১৯
নাহাল, ওয়াফি লাইফ, কুইককার্ট,
পাঠকসেবা, বুকলাইফ বিডি, সিগনেচার অব নুর, বইবন্ধু

মুদ্রণ | মা মনি প্রিন্টার্স, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
প্রচ্ছদ | আব্দুল্লাহ মারুফ রুসাফী
পৃষ্ঠাসজ্জা | আবু ওয়ারদাহ

মুদ্রিত মূল্য | ৪৪০ ৳

© প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

উৎসর্গ

কাজী আতহার মোবারকপুরী রহ.—যার বই পড়তে পড়তে ইতিহাসের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠা।

সূচিপত্র

- **সম্পাদকীয় ¦ ১৩**
  - তারিখ ও ইতিহাস কী? ¦ ১৩
  - ইতিহাস শিক্ষা ও উপদেশ লাভের অন্যতম উপাদান ¦ ১৭
  - ইতিহাসের বিষয়বস্তু ¦ ২১
  - ইতিহাসের উপাদান ¦ ২১
  - ইতিহাসের পরিসর ¦ ২২
  - ইতিহাসের প্রকারভেদ ¦ ২২
  - ইসলামি তারিখ ও ইতিহাসের সূচনা ¦ ২৩
  - ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা ¦ ২৭
  - ইতিহাসের বিষয়বস্তু বারবার পুনরাবৃত্তি হয় ¦ ৩০
  - ইসলামি ইতিহাস পাঠ ও চর্চার কতিপয় মূলনীতি ¦ ৩১
- **ইতিহাস অধ্যয়ন : প্রাসঙ্গিক কথা ¦ ৩৫**
  - হিজরি সনের সূচনা ¦ ৩৭
- **ইতিহাস পড়ব কেন? ¦ ৪১**
  - প্রয়োজনীয়তা : ১
    আল্লাহর স্বাভাবিক রীতি বুঝতে পারা ¦ ৪১
  - প্রয়োজনীয়তা : ২
    দাওয়াহর ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা ¦ ৪৬
  - প্রয়োজনীয়তা : ৩
    সমৃদ্ধ আগামী নির্মাণের হাতিয়ার ¦ ৪৯
  - প্রয়োজনীয়তা : ৪
    বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় সময় ব্যয় করা ¦ ৫৩

- প্রয়োজনীয়তা : ৫

  প্রশ্ন ও আপত্তির জবাবে ইতিহাস ¦ ৫৪

▶ ইতিহাস পাঠ : ফিকহের স্তরবিন্যাস ¦ ৫৬

▶ ইতিহাসশাস্ত্রের গোড়াপত্তন : মুসলমানদের ভূমিকা ¦ ৫৯

- সিরাতচর্চা ¦ ৫৯
- আসমাউর রিজাল ¦ ৬১
- ইতিহাসচর্চার ভিন্ন ধারা ¦ ৬২
- ষড়যন্ত্রের জাল ¦ ৬২
- সুবিন্যস্ত ইতিহাস ¦ ৬৩
- ভূগোল ও ভ্রমণকাহিনি ¦ ৬৪
- জীবনীগ্রন্থগুলো ¦ ৬৫

▶ ইসলামের ইতিহাসের উৎস ¦ ৬৭

- ১. কুরআন কারিম ¦ ৬৭
- ২. হাদিস ¦ ৬৯
- ৩. ইতিহাসের সাধারণ বইপত্র ¦ ৭০
- ৪. ভূগোল-বিষয়ক বইপত্র ¦ ৭১
- ৫. ভ্রমণকাহিনি ¦ ৭১
- ৬. সাহিত্যের বইপত্র ¦ ৭২
- ৭. আত্মজীবনী ¦ ৭২
- ৮. ব্যক্তিগত পত্রাবলি ¦ ৭৩
- ৯. প্রশাসনিক দস্তাবেজ ¦ ৭৩
- ১০. অসিয়তনামা ¦ ৭৪

▶ ইসলামের ইতিহাস পাঠের ধরন ¦ ৭৫

- ১. প্রয়োজন সামগ্রিক পাঠ ¦ ৭৫
- ২. ইতিহাসই চূড়ান্ত নয় ¦ ৭৬
- ৩. তথ্য গ্রহণে সতর্কতা ¦ ৭৮
- ৪. অন্যায় পক্ষপাতিত্ব পরিহার্য ¦ ৭৯
- ৫. ইতিহাসবিদদের লেখার ধরন বোঝা ¦ ৮০

▶ **ইবনু জারির তাবারি ও তারিখে তাবারি ┆ ৮১**

- ▶ কিতাবটির বৈশিষ্ট্য ┆ ৮২
- ▶ সীমাবদ্ধতা ┆ ৮৩
- ▶ তারিখুত তাবারি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মূল্যায়ন ┆ ৮৮

▶ **খতিব বাগদাদি ও তারিখু বাগদাদ ┆ ৮৯**

- ▶ কিতাবটির বৈশিষ্ট্য ┆ ৮৯
- ▶ সীমাবদ্ধতা ┆ ৯০

▶ **ইবনু আসাকির ও তারিখু মাদিনাতি দিমাশক ┆ ৯১**

- ▶ কিতাবটির বৈশিষ্ট্য ┆ ৯১
- ▶ সীমাবদ্ধতা ┆ ৯২

▶ **ইবনুল আসির ও তার গ্রন্থ আল-কামিল ফিত-তারিখ ┆ ৯২**

- ▶ কিতাবটির বৈশিষ্ট্য ┆ ৯২
- ▶ সীমাবদ্ধতা ┆ ৯৩

▶ **ইমাম যাহাবি ও তারিখুল ইসলাম ┆ ৯৬**

- ▶ কিতাবটির বৈশিষ্ট্য ┆ ৯৭
- ▶ সীমাবদ্ধতা ┆ ৯৭

▶ **ইবনু কাসির ও আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ┆ ৯৮**

- ▶ কিতাবটির বৈশিষ্ট্য ┆ ৯৮
- ▶ সীমাবদ্ধতা ┆ ৯৯

▶ **ইবনু খালদুন ও তারিখে ইবনু খালদুন ┆ ৯৯**

- ▶ কিতাবটির বৈশিষ্ট্য ┆ ৯৯
- ▶ সীমাবদ্ধতা ┆ ১০০

▶ **ইমাম যাহাবি ও সিয়ারু আলামিন নুবালা ┆ ১০১**

- ▶ কিতাবটির বৈশিষ্ট্য ┆ ১০১
- ▶ সীমাবদ্ধতা ┆ ১০১

▶ **ইবনুল ইমাদ হাম্বলি ও শাজারাতুয যাহাব ┆ ১০২**

- ▶ কিতাবটির বৈশিষ্ট্য ┆ ১০২

- **আবদুর রহমান বিন হাসান আল-জাবারতি ও আজাইবুল আসার | ১০৩**
  - কিতাবটির বৈশিষ্ট্য | ১০৩
- **মুশাজারাতে সাহাবা বিপজ্জনক চোরাবালি | ১০৪**
  - প্রেক্ষাপট | ১০৬
  - সাহাবায়ে কেরাম মাহফুজ | ১০৮
  - সতর্কতা | ১১০
- **অমুসলিম বা সেক্যুলার লেখকদের লেখায় সমস্যা কোথায় | ১১৩**
- **ঐতিহাসিক উপন্যাস : রঙিন বোতলে বিষাক্ত বিষ | ১১৭**
- **আলতামাশ রচিত ঈমানদীপ্ত দাস্তান : মাওলানা ইসমাইল রেহানের পর্যালোচনা | ১১৯**
- **তুর্কি সিরিয়াল : আপদের নতুন নাম | ১২৬**
- **যে ইতিহাসবিদদের লেখা থেকে থাকতে হবে সতর্ক | ১২৯**
  - মাসউদি ও মুরুজুয যাহাব | ১২৯
  - মাসউদি সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য | ১২৯
  - মুরুজুয যাহাবের পর্যালোচনা | ১৩০
  - আবুল ফারাজ ইস্ফাহানি ও কিতাবুল আগানি | ১৩১
  - আবুল ফারাজ ইস্ফাহানি সম্পর্কে আলেমদের মূল্যায়ন | ১৩১
  - আল-আগানি সম্পর্কে পর্যালোচনা | ১৩২
  - ইয়াকুবি ও তারিখে ইয়াকুবি | ১৩৩
  - তারিখুল ইয়াকুবি সম্পর্কে পর্যালোচনা | ১৩৩
  - নাহজুল বালাগাহ ও বিভ্রান্তি নিরসন | ১৩৪
  - নাহজুল বালাগাহ সম্পর্কে আলেমদের মূল্যায়ন | ১৩৫
  - এবার দেখা যাক নাহজুল বালাগাহ গ্রন্থে কী কী সমস্যা আছে | ১৩৬
- **ওরিয়েন্টালিস্টদের ইতিহাসচর্চা : বিষে ভরা মধু | ১৩৮**
  - প্রাচ্যবাদের কারণসমূহ | ১৩৯
  - প্রাচ্যবাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প | ১৪০
  - পি কে হিট্টির আরব জাতির ইতিহাস | ১৪২
  - কার্ল ব্রোকেলম্যান ও হিস্ট্রি অফ দ্য ইসলামিক পিপল | ১৪৫

- বেঞ্জামিন ওয়াকারের ফাউন্ডেশন অফ ইসলাম ¦ ১৪৭
- জুর্জি যায়দান ¦ ১৪৮
- আহমাদ আমিন ও তার বইপত্র ¦ ১৪৯
- তহা হুসাইন ও তার রচনাবলি ¦ ১৫১
- আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ ও তার রচনাবলি ¦ ১৫২

সমকালীন কয়েকজন ইতিহাস লেখক ¦ ১৫৪

- আলি সাল্লাবি ¦ ১৫৪
  - আলি সাল্লাবির লেখার বৈশিষ্ট্য ¦ ১৫৪
- সুহাইল তাক্কুশ ¦ ১৫৪
  - সুহাইল তাক্কুশের লেখার বৈশিষ্ট্য ¦ ১৫৫
- রাগেব সিরজানি ¦ ১৫৫
  - রাগেব সিরজানির লেখার বৈশিষ্ট্য ¦ ১৫৫
- মাওলানা ইসমাইল রেহান ¦ ১৫৬
  - মাওলানা ইসমাইল রেহানের বইয়ের বৈশিষ্ট্য ¦ ১৫৬

যেভাবে নির্বাচন করব সঠিক বই ¦ ১৫৭

পরিশিষ্ট—১ ¦ ১৫৯

পরিশিষ্ট—২ ¦ ১৬৮

- বাতিল আকিদার লেখকদের লেখা পাঠ সম্পর্কে আলেমদের বক্তব্য ¦ ১৬৮

পরিশিষ্ট—৩ ¦ ১৭৫

- সাহাবিদের আদালাত ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের অবস্থান ¦ ১৭৫
- আসার ও হাদিসের আলোকে সাহাবিদের মর্যাদা ও সমালোচনার নিষেধাজ্ঞা ¦ ১৮৩
- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাতের ইমামদের দৃষ্টিতে সাহাবিদের ব্যাপারে আমাদের আকিদা কী হবে এবং তাদের সমালোচকদের বিধান কী, এবার তা দেখা যাক ¦ ১৮৯
- সাহাবিদের মাঝে পরস্পরের বিবাদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর আকিদা কী হবে ¦ ২০৩

▸ মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপারে আনীত কতিপয় অসার অভিযোগের খণ্ডন ¦ ২০৯
▸ জান্নাতি সাহাবি আমিরে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ¦ ২১৩
▸ মুয়াবিয়া রা.-এর বিরুদ্ধে 'সহিহ মুসলিম'-এর হাদিস নিয়ে ভ্রান্তির নিরসন, ফজিলতের হাদিসকে বদদোয়ার হাদিস বানানোর অপচেষ্টা ¦ ২১৫
▸ জাল ও বাতিল হাদিস দিয়ে আমিরে মুয়াবিয়া রা.-কে জাহান্নামি বানানোর অপচেষ্টা ¦ ২২১

পরিশিষ্ট—৪ ¦ ২২৮

▸ ইসলামের সামগ্রিক ইতিহাস ¦ ২২৮
▸ সিরাত নববি সা. ¦ ২২৯
▸ খেলাফতে রাশেদা ও সাহাবিদের জীবনীর জন্য ¦ ২২৯
▸ বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজবংশের ইতিহাসের জন্য ¦ ২৩০
▸ জীবনীকেন্দ্রিক বইগুলো ¦ ২৩০
▸ বাংলার ইতিহাসের জন্য ¦ ২৩১

সম্পাদকীয়

الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والحمد لله منشئ الأيام والشهور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والحمد لله مقدر المقدور، ومجري الأعوام والدهور،

أحمده تعالى وأشكره شكرا كما يحب ربنا ويرضى، وأتوب إليه وأستغفره، إليه تصير الأمور، وهو العفو الغفور .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنفع صاحبها يوم يُبَعْثَر ما في القبور، ويُحَصَّل ما في الصدور.

وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، النبي المجتبى، والحبيب المصطفى، والعبد الشكور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما امتدت البحور، وتعاقب العشي والبكور، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور، وسلّم تسليماً كثيراً.

أما بعد :

তারিখ ও ইতিহাস কী?

আরবি অভিধান গ্রন্থে তারিখ বলা হয় 'সময় নির্ধারণ করা'-কে।

যেমন বলা হয়, أَرَّخَ الكِتَابَ অথবা

أَرَّخَ الكِتَابَ، وأَرَّخَه وآرَخَه :وَقَّتَه، والاسْمُ : الأُرْخَةُ.

অর্থাৎ, তিনি কিতাব লেখার তারিখ লিখেছেন।[১]

১. ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ. ও ইমাম সাখাবি রহ. ইসমাইল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারির সূত্রে বলেন, তারিখ হচ্ছে সময় সম্পর্কে জানা। আর তাওরিখের অর্থও একই। যেমন বলা হয়, ورخت و أرخت।[২]

পারিভাষিক অর্থে, তারিখ এমন একটি শাস্ত্র যেখানে অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি, সময় ও প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়।

---

১. *আল-কামুসুল মুহিত, লিসানুল আরব, তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস*, মুরতাযা যাবেদি ৭/১২৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

২. *ফাতহুল বারি*, ৭/৩১৪; *আল-ইলান বিত তাওবিখ*, সাখাবি, ১৩; মুআসসাসাতুর রিসালাহ

এজন্য বাংলা ভাষায় একে 'ইতিহাস' বলা হয়। শব্দটির উৎপত্তি 'ইতিহ' শব্দ থেকে। 'ইতিহাস' শব্দটির প্রত্যয় বিভক্তি হচ্ছে, ইতিহ+আস=ইতিহাস। অর্থাৎ এমনটি ছিল বা এমনটিই ঘটেছিল।

'ইতিহ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, 'ঐতিহ্য'। ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এই ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে, মানবসমাজের অনন্ত ঘটনাপ্রবাহই হলো ইতিহাস।

ইতিহাস শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'History', যা গ্রিক শব্দ 'Historia' থেকে উদ্ভূত, এর অর্থ কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণা।

ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তার গ্রিক ও পারসিকদের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের ঘটনাসংবলিত গ্রন্থের নামকরণ করেন *Historia* (যার ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে *Histories*)।

২. ব্রেইন ড. জোসেপ এবং রিচার্ড ড. জানডা 'History'-কে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এটি একটি এমন অনুসন্ধান যা তদন্ত ও অবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়। (inquiry; knowledge acquired by investigation.)[৩]

৩. আল্লামা ইবনু খালদুন রহিমাহুল্লাহর ভাষায়—

নিশ্চয়ই তারিখ তথা ইতিহাসশাস্ত্র এমন একটি শাস্ত্র যা আবর্তিত হয় বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও প্রজন্মের মাঝে। যা জানার জন্য রাজাবাদশা ও নবাবরা উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রতিযোগিতা করে। আর এটি বুঝতে আলেম ও মূর্খ উভয় শ্রেণিই সমানভাবে সক্ষম।

কেননা তারিখ বাহ্যিকভাবে (সাধারণত) সময়ের ব্যাপ্তিকাল ও বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ঘটনা ও শত বছরের অতিবাহিত বিষয়াবলির বিবরণের বাইরে আগে বেড়ে অতিরিক্ত (ভিন্ন শাস্ত্রে পদার্পণ করে না। এতে অধিকাংশই বহু লোকের উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্তমূলক ঘটনারই বিবরণ উল্লেখ থাকে।

যখন বড় ধরনের কোনো গণসমাবেশ হয় তখন তারিখের মাধ্যমেই এদের পৃথকীকরণ করে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করা হয়। আর এই শাস্ত্রই আমাদের দুনিয়ার এই হালত উপস্থাপন করে যে, কোন প্রকৃতির মানুষকে কীরকম কষ্টের জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে, তারা কীরকম নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন

---

৩. *The Handbook of Historical Linguistics*, Blackwell Publishing, page. ১৮৩

হয়েছে ও রাজাবাদশাদের ক্ষমতার সীমা কতটা প্রশস্ত ছিল, আর তারা কীভাবে মেহনত করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছেন এমনকি এভাবেই হঠাৎ এক সময় তাদের গাট্টি ও সামানা বাঁধার (তথা মৃত্যুর) ঘণ্টা বেজে গিয়েছে, চলে যাওয়ার (দুনিয়া ত্যাগ করার) সময় ঘনিয়ে এসেছে।

কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, তারিখশাস্ত্রে অনেক সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বজগতের অনেক অজানা কারণের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় উপাদানও রয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ঘটনার অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের গভীর জ্ঞান রয়েছে।[৪]

ইমাম ইবনু খালদুন রহ. নগরায়ণকেও ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করতেন। তিনি আরও বলেন—

এটি হচ্ছে সমাজবদ্ধ মানুষের সংবাদ যা বিশ্ববাসীর অতীত জীবনাচার ও বৈশিষ্ট্য। যা বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার বিবরণ দিয়ে সেই সময়ের অধিবাসীদের বিচ্ছিন্নতা ও হিংস্রতা, মানবিকতা ও দয়া, জাতীয়তাবোধ এবং মানুষের একে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের আচার-প্রকৃতির ঘটনা উপস্থাপন করে থাকে। এ ছাড়াও এতে রাজাবাদশা, রাজবংশ ও তাদের সমপর্যায়ের মানুষদের থেকে কীরূপ আচরণ প্রকাশ পেয়েছে এবং কীভাবে (সমাজের) মানুষেরা (তাদের) কর্ম সম্পাদন ও পরস্পর সহযোগিতা করে উপার্জন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, জ্ঞানবিজ্ঞান এবং দক্ষতার (বিকাশ ঘটানোর) মাধ্যমে সেই সমাজকে রূপান্তর তথা তার পটপরিবর্তন করেছে তারও সংবাদ পেশ করা হয়েছে। (তারিখ) সে সময়কার অন্যান্য সকল ঘটনা প্রবাহের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের সংবাদ প্রদান করে থাকে।[৫]

৪. ইমাম সাখাবি রহ. বলেন, পারিভাষিক অর্থে সময় সম্পর্কে জানার নামই তারিখ। যার মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ থাকে। তার মাঝে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, রাবিদের (বর্ণনাকারীদের) ও ইমামদের জন্ম-মৃত্যু, সত্যতা, জ্ঞান, দেহ তথা আকার-আকৃতি, (ইলমের জন্য তাদের) সফর ও হজ, স্মৃতিশক্তি ও সংরক্ষণক্ষমতা, নির্ভরযোগ্যতা ও সমালোচনা এবং এরকম আরও বিভিন্ন অবস্থা যার মাধ্যমে তাদের আবির্ভাব, অবস্থা, ও সমাদর সম্পর্কে অনুসন্ধান করা যায়।

উত্থান, পুনরুত্থান, খলিফা, মন্ত্রী, অন্য দেশে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আক্রমণ, সংগ্রাম ও আন্দোলন, যুদ্ধবিগ্রহ, দেশ জয় করা এবং দেশকে অন্যের

---

৪. আল-মুকাদ্দিমা, ১/৮১, দারু ইয়াকুব, শাইখ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আদ-দারবিশের তাহকিককৃত।
৫. আল-মুকাদ্দিমা, ১/১২৫, দারু ইয়াকুব, শাইখ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আদ-দারবিশের তাহকিককৃত।

আধিপত্যমুক্ত করা, দেশ ও রাজত্ব স্থানান্তর হওয়ার মতো বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও দুর্দান্ত ঘটনাবলিও এর মাধ্যমে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত হয়।

কখনো আবার এতে সৃষ্টির সূচনাসংক্রান্ত আলোচনা, নবিদের ঘটনা এবং অন্যান্য বিষয় যা পূর্ববর্তী উম্মতের ওপর অতিবাহিত হয়েছে এমন ঘটনাবলি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত ও সুবিস্তীর্ণ হয়। এ ছাড়াও কিয়ামত ও তার প্রারম্ভিকতার সার্বিক অবস্থার বর্ণনাও এর অন্তর্ভুক্ত যেমনটি অচিরেই সুবিস্তর আলোচনা হবে।

এ ছাড়াও জামে মসজিদ, মাদরাসা, সেতু-পুল ও ফুটপাতসহ অন্যান্য স্থাপত্যনির্মাণও এতে স্থান পায়।[৬]

৫. ইমাম সুয়ুতি রহ. বলেন, আল্লামা কিরমানি রহ. তার 'আখবারুদ দুয়াল ওয়া আসারুল উওয়াল ফিত-তারিখ আল মারিফাতি ইলমিত তারিখ' কিতাবের ভূমিকায় বলেন—

তারিখ হচ্ছে, অতীত বিশ্বের ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের সংবাদ সম্পর্কে জানা। হোক সেটা বর্তমান অথবা গত হয়ে যাওয়া জামানা। এটি সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে অতীতের লোক ও সম্প্রদায় সম্পর্কে জানা যায়। কীভাবে জেদের বশবর্তী হয়ে পরস্পর রাগ ও রোষানলের মুখোমুখি হয়েছে অতঃপর কীভাবে তা ধ্বংস ও বিপর্যয়ে রূপান্তরিত হয়েছে তা জানা যায়।

এ ছাড়াও মিথ্যুকদের মুখোশ উন্মোচন ও সত্যবাদীদের অবস্থা নির্ণয়ের অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে তারিখ।[৭]

৬. শাইখ আবদুর রহমান ইবনু বুরহানুদ্দিন আল-জাবারতি রহ. বলেন, মনে রাখবে, তারিখ এমন এক শাস্ত্র যাতে বিভিন্ন দল ও উপদলের অবস্থা এবং তাদের দেশ, প্রথা-প্রচলন, স্বভাবপ্রকৃতি, দক্ষতা, বংশ ও মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়।[৮]

৭. আল্লামা মাকরেজি রহ. বলেন, আগের জামানায় পৃথিবীতে যা-কিছু ঘটেছে তার সংবাদকেই ইতিহাস বলা হয়।[৯]

মোটকথা, অতীত নিয়ে পাঠ-পর্যালোচনা করার নামই ইতিহাস ও তারিখ।

---

৫. *আল-ইলান বিত-তাওবিখ লিমান যাম্মা আহলাত তারিখ*, ১৮-১৯, মুআসসাসাতুর রিসালাহ।

৬. *আশ-শামাইল ফি ইলমিত তারিখ*, ১/১১।

৭. *আজাইবুল আসার ফিত-তারাজিমি ওয়াল-আখবার*, জাবারতি, ১/৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া।

৮. *ইলমুত তারিখ ইনদাল মুসলিমিন*, ফ্রাঞ্জ রোজেনথাল, ২৬।

ইতিহাস শিক্ষা ও উপদেশ লাভের অন্যতম উপাদান

ইতিহাস এমন একটি উপাদান যার মাধ্যমে সাধারণত শিক্ষা ও উপদেশ নেওয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা মহাগ্রন্থ কুরআন কারিমে বহু বাস্তবঘটিত ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছেন। এসব ইতিহাস বর্ণনার একটাই উদ্দেশ্য ছিল আর তা হচ্ছে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা।

১. মহান আল্লাহ্ বলেন—

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن

تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

তাদের (অর্থাৎ ইউসুফ আ. ও তার ভাইদের এবং কোনো কোনো তাফসিরে রয়েছে, নবিদের) কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোনো মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত। [সুরা ইউসুফ : ১১১]

২. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, আলেমদের উত্তম ঘটনাবলি জানা আমার নিকট অধিক পরিমাণে ফিকহচর্চা করা হতে অধিক পছন্দের। কেননা এতে একটি সম্প্রদায়ের বিবিধ আচরণ ও শিষ্টাচার ফুটে ওঠে। এর পক্ষে কুরআন থেকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই আয়াত দলিল হিসেবে বলা যায়, 'তাদের কাহিনিতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয়।'[১০] [সুরা ইউসুফ : ১১১]

৩. আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন—

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُكَذِّبِينَ﴾

তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ ও তাদের রীতিনীতি। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কী হয়েছে। [সুরা আলে ইমরান : ১৩৭]

অনুরূপ নির্দেশ আল্লাহ্ তাআলা দিয়েছেন সুরা আনআমের ১১, সুরা নামলের ৬৯ এবং সুরা রুমের ৪২ নম্বর আয়াতে।

---

১০. আল-ইলান বিত-তাওবিখ, সাখাবি, ২০।

এই আয়াতসমূহ থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তাআলা ইতিহাসকে কেবল পঠনের মাঝেই সীমাবদ্ধ করেননি বরং এর সত্যতা যাচাইয়ের ও পর্যালোচনার জন্য সরেজমিনে ঘুরে দেখার কথাও বলছেন।

আবার কখনো আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা সৃষ্টিজগতের অনোঘ ও নিগূঢ় রহস্য খোঁজার নিমিত্তে কিংবা সৃষ্টিতত্ত্বের সূচনা কীভাবে হয়েছে তা জানতেও ইতিহাসসাক্ষ্য ঐতিহাসিক স্থানসমূহে পরিভ্রমণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

৪. আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন—

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

বলুন, তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো, অতঃপর দেখো কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, তারপর আল্লাহই আরেকবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। [সূরা আনকাবুত : ২০]

৫. আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। [সূরা কাফ : ৩৭]

এ ছাড়াও ইতিহাসের আরেকটি ফায়দার বিষয় হচ্ছে, পূর্বের ইতিহাস আমাদের জন্য অনেক সময় উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে থাকে আবার আমাদের প্রত্যয়কে দৃঢ় করতেও সহায়তা করে।

৬. আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেন—

﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

আর আমি রাসুলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যদ্দ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য উপদেশ ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে। [সূরা হুদ : ১২০]

৭. আল্লামা মাওয়ারদি রহ. এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, ওইসকল (পূর্ববর্তী) ঘটনাবলির মাধ্যমে আমি তোমার অন্তরকে শক্তিশালী, দৃঢ় ও প্রশান্ত

করব। কেননা তারা (নবিরা) মুসিবতগ্রস্থ হয়েছিলেন অতঃপর সবর করেছেন, এবং মুজাহাদা (কষ্ট, ক্লেশ সহ্য করেছেন অতঃপর জিহাদ করেছেন)। ফলে তারা সফলতা অর্জন করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন।[১১]

৮. ইমাম বাগাবি রহ. এর তাফসিরে বলেন, অর্থাৎ নবি-রাসুল ও তাদের উম্মতের ঘটনাবলি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি (যদ্দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে মজবুত করছি), অর্থাৎ যেন আমি আপনার দৃঢ় বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করতে পারি এবং আপনার অন্তরকে শক্তিশালী করতে পারি। এজন্যই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই এ সকল ঘটনাবলি শুনতেন তাতে তাঁর অন্তর তাঁর (কাফের) উম্মতের দেওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্য ধরতে সাহায্য করত।[১২]

৯. ইমাম ইবনু রজব আল-হাম্বলি রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নিশ্চয়ই নেককার ব্যক্তিদের ইতিহাস শ্রবণ করার মাধ্যমে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা আসে এবং ওইসকল আসার অনুসরণ করতে সহায়ক (উৎসাহব্যঞ্জক) হয়ে থাকে।

কোনো কোনো আরেফ (আল্লাহওয়ালা বুজুর্গ) বলে থাকেন, পূর্ববর্তী (বুজুর্গদের) ঘটনাবলি আল্লাহর সেনাবাহিনীর মধ্যে অন্যতম সেনা, যার দ্বারা মুরিদের অন্তর (নেক কাজের ব্যাপারে) দৃঢ় হয়।[১৩]

১০. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন—

﴿وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا﴾

আর আমি রাত ও দিনকে করেছি দুটি নিদর্শন। অতঃপর মুছে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে

---

১১. *আন-নুকাত ওয়াল-উয়ুন*, মাওয়ারদি, ২/৫১২।

১২. *মাআলিমুত তানজিল* (তাফসিরে বাগাবি), ৪/২০৭।

১৩. *তাফসিরে ইবনু রজব আল-হাম্বলি*, ১/৫৭২; ইমাম জুনাইদ আল-বাগদাদি থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তাকে এর পক্ষে কোনো দলীল আছে কি না জানতে চাইলে তিনি দলীল হিসেবে সূরা হুদের উক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। *মিসালাতুল কুশাইরিয়া*, ২/৩৫৪।

তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো। আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। [সুরা বনি ইসরাইল : ১২]

১১. ইমাম ইবনু কাসির রহ. এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির ওপর বড় বড় নিদর্শন দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন, এসব অনুগ্রহের মাঝে অন্যতম হচ্ছে, রাত ও দিনের পরিবর্তন। (রাতকে সৃষ্টি করেছেন) যেন রাতে শান্তির বিশ্রাম নেওয়া যায়। আর (দিনকে সৃষ্টি করেছেন) দিনেরবেলা জীবিকানির্বাহ, শিল্পবাণিজ্য, কাজকর্ম ও সফর করার জন্য। (এই রাত ও দিন সৃষ্টি করা হয়েছে) যেন দিনকাল, সপ্তাহ, মাস ও বছরের হিসাব রাখা যায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রজন্মের অতীতের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস জানার জন্যও। যেমন তাদের ধর্ম, ইবাদাত, লেনদেন এবং জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যেন তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো।' অর্থাৎ তোমাদের অর্থনীতিতে ও সফরে এবং অন্যান্য বিষয়ে। (আল্লাহ বলেন,) 'যেন তোমরা বছর গণনা ও হিসাবনিকাশ সম্পর্কে জানতে পারো।' [সুরা ইউনুস : ৫]

যদি গোটা জামানা তথা সময়ের ব্যাপ্তিকালের ধারা ও প্রক্রিয়া এক ও অভিন্ন সমান পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো তাহলে সেখান থেকে কোনোকিছুই জানা যেত না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ○ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○ وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

'বলো, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ রাতকে তোমাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে তাঁর পরিবর্তে কোনো ইলাহ আছে কি যে তোমাদের আলো এনে দেবে? তবুও কি তোমরা শুনবে না? বলো, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ দিনকে তোমাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে তাঁর পরিবর্তে কোনো ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের রাত এনে দেবে যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তবুও

কি তোমরা ভেবে দেখবে না? আর তাঁর অনুগ্রহে তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যেন তোমরা শোকর আদায় করতে পারো।[১৪] [সুরা কাসাস : ৭১-৭৩]

১২. আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۝ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا﴾

কত বরকতময় (প্রাচুর্যময়) তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন বিশাল তারকাপুঞ্জ (রাশিচক্র) এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (অর্থাৎ সূর্য। কেননা সুরা নুহে সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে) ও আলো বিকিরণকারী (দীপ্তিময়) চাঁদ। এবং যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় বা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্য তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে। [সুরা ফুরকান : ৬১-৬২]

সুতরাং এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি, ইতিহাস হচ্ছে শিক্ষা, উপদেশ, উৎসাহপ্রাপ্তির ও প্রত্যয়দৃঢ় লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু

ইতিহাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ, মহামানব (যেমন : নবিগণ, সাহাবায়ে কেরাম, উলামায়ে কেরাম ও আওলিয়াগণ), তার পারিপার্শ্বিকতা (প্রকৃতি ও পরিবেশ) ও জীবনচরিত এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ, পরিবর্তন, উত্থান ও পতন। যেমন : শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, ধর্ম, আইন সামগ্রিকভাবে যা-কিছু সমাজ-সভ্যতা বিকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করছে তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাস রচনার উপাদান সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন, ক) লিখিত উপাদান এবং খ) অলিখিত উপাদান।

ক) লিখিত উপাদানের মধ্যে সাহিত্য, নথিপত্র, জীবনী প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থাবলি, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী',

[১৪]. তাফসিরে ইবনি কাসির, ৫/৫০।

মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তবাকাতে নাসিরি', আবুল ফজলের 'আইনে আকবরি' ইত্যাদি।

খ) অলিখিত উপাদানমূলক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। যেমন : মূর্তি, ভাস্কর্য, স্মৃতিস্তম্ভ, মুদ্রা, লিপি, ইমারত ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও তার নিদর্শন এর উদাহরণ।

ইতিহাসের পরিসর

মানুষ কর্তৃক সম্পাদিত সব বিষয় ইতিহাসের পরিসরের আওতাভুক্ত। মানুষের চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা, কার্যক্রম যত শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত, ইতিহাসের সীমাও ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

তবে এ বিস্তৃতির সীমা স্থিতিশীল নয়। মানুষের চিন্তাভাবনা, কর্মধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পরিসরও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বের মানুষের কর্মকাণ্ড খাদ্য সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উৎপাদনকৌশল তখনও তাদের অজানা ছিল। ফলে সে সময় ইতিহাসের পরিসরও খাদ্য সংগ্রহমূলক কর্মকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সময়ের বিবর্তনে, সভ্যতার অগ্রগতির কারণে মানুষের কর্মকাণ্ডের পরিধি বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসচর্চায়, গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও অনুসৃত হচ্ছে। ফলে ইতিহাস বিষয়ে শাখা-প্রশাখার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, বিস্তৃত হচ্ছে ইতিহাসের সীমানাও। উনিশ শতকে রাজনীতি ইতিহাসের বিষয় হলেও মার্কসবাদ প্রচারের পর অর্থনীতি, সমাজ, শিল্পকলার ইতিহাসও রচিত হতে থাকে। এভাবে একের পর এক বিষয় ইতিহাসভুক্ত হচ্ছে আর সম্প্রসারিত হচ্ছে ইতিহাসের পরিসর।

ইতিহাসের প্রকারভেদ

পঠনপাঠন, আলোচনা ও গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে ইতিহাসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, ভৌগোলিক অবস্থানগত ইতিহাস ও বিষয়বস্তুগত ইতিহাস।

(১) ভৌগোলিক অবস্থানগত ইতিহাস : যে বিষয়টি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে, তা কোন প্রেক্ষাপটে রচিত—স্থানীয়, জাতীয় না আন্তর্জাতিক। এভাবে ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে শুধু বোঝার সুবিধার্থে ইতিহাসকে আবারও তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস।

(২) কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যে ইতিহাস রচিত হয়, তাকে বিষয়বস্তুগত ইতিহাস বলা হয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর পরিসর ব্যাপক। তবুও সাধারণভাবে একে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, কূটনৈতিক ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ইতিহাস।

ইসলামি তারিখ ও ইতিহাসের সূচনা

১. ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রহ. ইমাম হাকেম থেকে তার কিতাব 'আল-মাদখাল ইলা কিতাবিল ইকলিল'-এর হাওয়ালা দিয়ে শিহাব আয-যুহরির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনায় আগমন করলেন তিনি 'তারিখ' লেখার নির্দেশ প্রদান করলেন, অতঃপর তা রবিউল আওয়াল মাসে লেখা হলো।[১৫]

২. তবে ইমাম সাখাবি রহ. আসমায়ি থেকে বর্ণনা করেন, মূলত সাহাবিগণ হিজরতের মাস রবিউল আওয়াল থেকে (ইসলামি) তারিখ গণনা শুরু করেন।[১৬]

৩. ইমাম ইবনু হাজার রহ.-ও সুহাইলির বরাতে বলেন, সাহাবিগণ হিজরতের বছর থেকে (ইসলামি) তারিখ গণনা ও লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন।[১৭]

৪. আর ইমাম বুখারি রহ.-ও মূলত এই দিকে ইঙ্গিত করে তার 'সহিহ বুখারি'র 'বাবুত তারিখ মিন আইনা আররাখুত তারিখ' (অর্থাৎ অধ্যায় : কবে থেকে সাহাবিরা তারিখ গণনা শুরু করেছেন?) শিরোনামে ৩৭১৯ (অন্য নুসখায় ৩৯৩৪) নম্বর হাদিস বর্ণনা করেন—

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ مَا عَدُّوا إِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ.

সাহল ইবনু সাদ বলেন, তারা (সাহাবিরা) নবিজির নবুয়তপ্রাপ্তির বছর থেকে কিংবা তার ওফাতের বছর থেকে তারিখ গণনা করেননি। তবে

---

১৫. এই বর্ণনা সহিহ নয়। স্বয়ং ইবনু হাজার এটি উল্লেখ করে একে মুদাল বলেছেন। ফাতহুল বারি, ৭/৩১৪।

১৬. আল-ইলান বিত-তাওবিখ, ২৮।

১৭. ফাতহুল বারি, ৭/৩১৪।

তিনি মদিনায় আগমন করার বছর থেকে (ইসলামি) তারিখ গণনা শুরু হয়েছে।

৫. এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু হাজার রহ. বলেন, এখানে মদিনায় আগমনের মাস বোঝানো হয়নি বরং বছর বোঝানো হয়েছে। কেননা তারিখ মূলত বছরের শুরু থেকে ধরা হয়।[১৮]

৬. সাহিব ইবনু আব্বাদ বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১২ রবিউল আওয়ালের সোমবার মদিনায় প্রবেশ করেন। আর তখন থেকে (ইসলামি) তারিখ গণনা শুরু হয়। এরপর তা মুহাররম মাসে প্রত্যাবর্তন করে।[১৯]

৭. ইমাম কসতল্লানি রহ. বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারিখ গণনার নির্দেশ প্রদান করেন, এরপর তা হিজরতের মাস থেকে গণনা করা হয় (এই বর্ণনাটি সহিহ নয় যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি)। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রথম উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুহাররম মাস থেকে (ইসলামি) তারিখ গণনার ধারা শুরু করেন।[২০]

৮. ইমাম ইবনু হাজার ফাদল ইবনু দুকাইনের 'তারিখ' গ্রন্থের সূত্রে ইমাম হাকেমের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন যা তিনি ইমাম শাবির সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার আবু মুসা আল-আশআরি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে চিঠি লিখলেন যে, 'আপনার পক্ষ থেকে আমাদের নিকট একটি পত্র এসেছে যাতে কোনো তারিখ নেই।'

এরপর উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবি ও তাবেয়িদের পরামর্শের জন্য একত্র করলেন। তাদের কেউ কেউ বললেন, নবিজির দুনিয়ায় আগমনের বছর থেকে গণনা করুন। কেউ বললেন, হিজরতের বছর থেকে। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হিজরত মূলত হক ও বাতিলের মাঝে বিভেদকারী, তাই হিজরতের বছর থেকেই এটি গণনা শুরু করো। আর তা ছিল ১৭ হিজরি সন। যখন সকলেই এ ব্যাপারে একমত হলেন, তখন কতিপয় লোক বলল, তাহলে এটি রমজান মাস থেকে (প্রথম মাস হিসেবে শুরু করা হোক)। তখন উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, না, বরং এটি মুহাররম মাস থেকে (প্রথম মাস হিসেবে) গণনা করা হবে। কেননা মানুষ

---

১৮. *ফাতহুল বারি*, ৭/২৩৮-২৩৯, হাদিস, ৩৯৩৪ (অন্য মুদ্রণে ৩৭১৯), দারুল মারিফাহ, বৈরুত।

১৯. *উনওয়ানুল মাআরিফ*, ইবনু আব্বাদ , ১১।

২০. *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া*, ১/৩৭।

তাদের হজব্রত পালন করে এই মাসেই ফিরে আসেন (পদার্পণ করেন)। এতেও সাহাবিরা একমত হলেন।

কেউ কেউ বলেন, প্রথম তারিখ লিপিবদ্ধ করেন ইয়ালা ইবনু উমাইয়া যখন তিনি ইয়ামানে ছিলেন। এটি আহমাদ ইবনু হাম্বল সহিহ সনদে তার 'মুসনাদ'-এ বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনার রাবিগণ সহিহ হলেও এটি মুনকাতি। উমর ইবনু দিনার ও ইয়ালার মাঝে একজন রাবি ইনকিতা হয়েছে (বাদ পড়েছে)।

ইমাম আহমাদ তার 'মুসনাদ'-এ ও আবু আব্বাহ তার 'আল-আওয়ায়িল'-এ, ইমাম বুখারি তার 'আদাবুল মুফরাদ'-এ এবং ইমাম হাকেম তার 'মুসতাদরাক'-এ মাইমুন ইবনু মিহরান থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে একটি ঋণপত্র (অথবা আর্থিক নথিপত্র ও রশিদ) উপস্থাপন করা হলো যেখানে শাবান মাসের উল্লেখ ছিল। তিনি বললেন, এটা কোন বছরের শাবান মাস? গত বছরের, না যে বছরে আমরা বর্তমান আছি, না আগামী বছর? সবাইকে (বিশিষ্টজনদেরকে) একত্র করে এই সমস্যাটি উপস্থাপন করো যাতে করে বছর নির্দিষ্ট করা যায়। এরপর পূর্বে উল্লেখিত ঘটনাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম হাকেম সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. থেকে বর্ণনা করেন, উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মানুষদের একত্র করে তারিখ গণনার প্রথম দিন কোনটি হতে পারে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ওই দিন থেকে যেদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করেছেন এবং মক্কার মুশরিকদের পরিত্যাগ করেছেন। অতঃপর উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাই করলেন।

ইবনু আবি খইমাহ তার 'আত-তারিখুল কাবির' গ্রন্থে ইবনু সিরিনের সূত্রে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে মদিনায় এলেন এবং উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, আমি ইয়ামানে একটি বিষয় লক্ষ করছি যে, তারা (নথিপত্রে) অমুক মাস ও অমুক সন উল্লেখ করেন আর তারা এর নাম দিয়ে থাকে 'তারিখ'। এটা শুনে উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, এ তো খুব সুন্দর একটি বিষয়। এমনটাই করো। অতঃপর তিনি মানুষদের পরামর্শের জন্য একত্র করলে একদল বলেন, নবিজির জন্মসাল থেকে গণনা শুরু করুন। কেউ বললেন, তাঁর নবুয়ত লাভের বছর থেকে। কেউ বললেন, হিজরতের উদ্দেশ্যে যখন তিনি বের হয়েছেন সেই বছর থেকে বা তাঁর ওফাতের বছর

থেকে। এরপর উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তাঁর মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় আগমন করার (তথা হিজরতের) বছর থেকে গণনা শুরু করো।

তখন তিনি বললেন, তাহলে কোন মাস থেকে আমরা বছর শুরু করব? তখন একদল বললেন, রজব মাস থেকে। কেউ বললেন, রমজান মাস থেকে। অতঃপর উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, মুহাররম মাস থেকে গণনা শুরু করুন, কেননা এটি হারাম (নিষিদ্ধ ও পবিত্র) মাস। আর মানুষ হজব্রত পালন করার পর যে মাসে প্রত্যাবর্তন করে তা এটিই। (ইবনু সিরিন বলেন,) আর সেই বছরটি ১৭ হিজরি সন ছিল। কেউ কেউ বলেন, রবিউল আওয়াল মাসের ১৬ হিজরি সন ছিল।

এই সকল আসার থেকে এটাই আমরা বুঝি যে, মুহাররম মাস থেকে হিজরি সন শুরু করার দিকে উমর, উসমান ও আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।[২১]

৯. প্রখ্যাত শিয়া ঐতিহাসিক ও আইনজ্ঞ ইবনু শাহর আশুব বলেন, 'ইমাম তাবারি ও মুজাহিদ উভয়েই তাদের 'তারিখ' গ্রন্থে বলেন, উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মানুষদের একত্র করলেন এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস (পরামর্শ) করতে যে, আমরা কবে থেকে দিন লিখব। তখন আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ওই দিন থেকে যেদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ মক্কার মুশরিকদের পরিত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছেন।...[২২]

১০. বিশিষ্ট তাবেয়ি সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. থেকে বর্ণিত, প্রথম উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার খিলাফতকালের আড়াই বছরের মাথায় ১৬ হিজরি সনে আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরামর্শে (ইসলামি) তারিখ ও সময় লেখেন।[২৩]

এ ছাড়াও এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে দেখুন—

---

২১. *ফাতহুল বারি*, ৭/২৬৮-২৬৯, হাদিস, ৩৯৩৪ (অন্য নুসখায় ৩৭১৯), দারুল মারিফাহ, বৈরুত।

২২. *মানাকিবে ইবনু শাহর আশুব*, ১/৩৩৮।

২৩. *মুসতাদরাকে হাকেম*, ৩/১৪, ইমাম হাকেম একে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবি তা সমর্থন করেছেন। *তারিখে তাবারি*, ৩/১৪৪; *তারিখুল ইসলাম* (আহদুল খুলাফা), ১৬৩; *আশ-শামারিখ ফি ইলমিত তারিখ*, সুয়ুতি, ১৪, মাকতাবাতুল আদাব, কায়রো; *কানযুল উম্মাল*, ১০/৩০৯, হাদিস ২৯৫৫২, ইবনুল জাওযি, *মানাকিবে আমিরুল মুমিনিন উমর*, ৬২। ইবনুল মিবরাদ আস-হাম্বলি, *নাহযুস সাওয়াব ফি মানাকিবি উমর ইবনুল খাত্তাব*, ১/৩১৬, মাকতাবাতু আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ।

আল-কামিল ফিত-তারিখ, ইবনুল আসির, ১/৯, মাকতাবাতুল মুনিরিয়াহ; *আল-ইলান বিত-তাওবিখ, সাখাবি*, পৃ. ১৪০-১৪১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ; *আশ-শামারিখ ফি ইলমিত তারিখ, সুয়ুতি*, ১৪, মাকতাবাতুল আদাব, কায়রো; *আল-কামিল ফিল-লুগাতি ওয়াল-আদাব*, ইবনুল মিবরাদ আল-হাম্বলি, ১/৬৭১-৬৭২, দারুল ফিকরিল আরাবি (আহমাদ শাকেরের তাহকিকসহ); *তারিখু মাদিনাতি দিমাশক*, ইবনু আসাকির, ১/৩৬-৪৬; *আল-মুনতাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল-উমাম*, ইবনুল জাওযি, ৪/২২৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; *তারিখে তাবারি*, ২/৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত; *মাহযুস সাওয়াব ফি মানাকিবি উমর ইবনুল খাত্তাব*, ইবনুল মুবাররিদ আল-হাম্বলি, ১/৩১৬, মাকতাবাতু আদওয়াউস সালাফ, রিয়াদ; *ফাইযুল কাদির শরহু জামে আস-সগির*, মুনাবি, ১/১৩৩, *সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফি সিরাতি খইরিল ইবাদ*, ইউসুফ সালেহানি।

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে আমরা মানবসমাজের শুরু থেকে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা ও জীবনযাত্রার অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। কেননা ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো মানবসমাজের অগ্রগতির ধারা বর্ণনা। সভ্যতার প্রধান প্রধান স্তর, সভ্যতার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কথা সম্পর্কে ইতিহাস থেকে জানা যায়।

ইতিহাস আমাদের অতীত সম্পর্কে জ্ঞানদান করে। ইতিহাসের আলোকে আমরা বর্তমানকে বিচার করতে পারি। ইতিহাস পাঠ জাতীয় চেতনা উন্মেষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। একটি জাতির ঐতিহ্য ও অতীতের গৌরবান্বিত ইতিহাস ওই জাতিকে বর্তমানের মর্যাদাপূর্ণ কর্মতৎপরতায় উদ্দীপিত করতে পারে।

ইতিহাস রচনা ও ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। শাস্ত্রীয় আলেম-উলামা, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সামরিক ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট ইতিহাস খুবই মূল্যবান বিষয়।

১. ইমাম মুনাবি রহ. বলেন, তারিখের অনেক ফায়দা রয়েছে। যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। তার মাঝে অন্যতম হচ্ছে, খতিব বাগদাদির জামানায় এক ইহুদি একটি কিতাব নিয়ে এসে আবির্ভূত হয়ে এই দাবি করছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের বাসিন্দাদের জন্য জিজিয়ার বিধান রহিত করে দিয়েছেন। আর এই কিতাবে তার সাক্ষ্য উল্লেখ রয়েছে। এই

বিষয় নিয়ে পরস্পরের মাঝে বাকবিতণ্ডা শুরু হলো। ফলে খতিব বাগদাদির নিকট তা পেশ করা হলো। তিনি তা গভীর পর্যবেক্ষণ করে বললেন, এটা তো মিথ্যা। কেননা এতে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাক্ষ্য উল্লেখ রয়েছে, অথচ তিনি তো ফতহে মক্কার বছরে (কোনো বর্ণনায় ফতহে মক্কার দিনে ইসলাম কবুল করেছেন। আর খাইবারের বিজয় তো ৭ম হিজরিতে (যা মুআবিয়ার ইসলাম গ্রহণের বহু পূর্বে। সে হিসেবে তিনি কীভাবে সাক্ষ্য দেবেন!) আর এতে সাদ ইবনু মুআজের সাক্ষ্যও রয়েছে, অথচ তিনি বনু কুরাইজার ঘটনা পর পরই (অর্থাৎ খাইবারের ঘটনার পূর্বে খন্দকের বছরে) মৃত্যুবরণ করেন। এই জবাব পেয়ে মুসলমানরা বেজায় খুশি হলেন।[২৪]

২. একই ঘটনা ইমাম ইবনু কাসিরও আবু বকর আল-খতিব আল-বাগদাদির (রহিমাহুমাল্লাহ) আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[২৫]

৩. এজন্যই ইমাম সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, যখন রাবিরা মিথ্যার অস্ত্র ব্যবহার করে, তখন তাদের (প্রতিরোধে) আমরা তাদের জন্য তারিখের অস্ত্র ব্যবহার করি।[২৬]

৪. ইমাম মুসলিম রহ. বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনু আবদির রহমান আদ-দারেমি বলেন, আমি আবু নুআইম থেকে শুনেছি তাকে মুআল্লা ইবনু ইরফান বলেন, আমাদের আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন যে, সিফফিনের যুদ্ধের দিন ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমাদের নিকট বের হয়ে এলে... এটা শুনে আবু নুআইম বললেন, তুমি কি কাউকে কখনো মৃত্যুর পর পুনরায় ফিরে আসতে দেখেছ!?'[২৭]

৫. ইমাম নববি রহ. ইমাম মুসলিমের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা এভাবে তুলে ধরেছেন, এই কথার অর্থ হচ্ছে, মুআল্লা মিথ্যা বলছে। কেননা ইবনু মাসউদ ৩২ হিজরিতে কারও মতে ৩৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। ১ম মতটিই অধিকাংশের মত। আর এটি ৩৫ হিজরিতে খলিফা উসমান রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতের পরিসমাপ্তির পূর্বে। অথচ সিফফিন যুদ্ধ তো এর দুই বছর

---

[২৪]. মুনাবি, *ফাইজুল কাদির শরহে জামে আস-সগির*, ১/১৩৩।

[২৫]. *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১২/১০৮; ইমাম ইবনুল কাইয়িমও এটি বর্ণনা করেছেন তার 'আল মানারুল মুনিফ ফিস সহিহ ওয়াজ-জইফ' গ্রন্থে, পৃ. ১০২-১০৫।

[২৬]. *আল-কিফায়াহ ফি ইলমির রিওয়ায়াহ*, খতিব বাগদাদি, পৃ. ১৯৩; *আল কামেল*, ইবনু আদি, ১/১৬৯; *তারিখে দিমাশক*, ইবনু আসাকির, ১/৫৪; *তাদরিবুর রাবি*, ১/৭২; *মুকাদ্দামাতু ইবনিস সালাহ*, পৃ. ২১৩; *তানকিলুল খতিব*, কাওসারি, ১/৩০৯।

[২৭]. *সহিহ মুসলিমের মুকাদ্দামা* (ইমাম নববির ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ), ১/১১৭।

পর আলি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায় সংঘটিত হয়। সুতরাং ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিফফিনের দিন আসতে পারেন না। তবে যদি মৃত্যুর পর কেউ কবর থেকে উঠে আবার ফিরে আসতে সক্ষম হয় তবে আলাদা বিষয়।[২৮]

৬. অনুরূপভাবে আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবনু ঈসা আত-তালিকানি ইমাম ইবনুল মুবারক রহ.-এর সামনে একটি হাদিস হাজ্জাজ ইবনু দিনারের সূত্রে পেশ করলেন। অতঃপর ইবনু মুবারক রহ. তার তথা হাজ্জাজ থেকে যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লেখিত বর্ণনা সত্য নয় এটি ইতিহাসের আলোকে প্রমাণ করেছেন। কেননা হাজ্জাজ একজন তাবে তাবেয়ি ছিলেন। তিনি সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কীভাবে বর্ণনা করবেন? অথচ তার ও রাসুলের মাঝে কমপক্ষে দুইজন ব্যক্তির (তাবেয়ির ও সাহাবির) দূরত্ব রয়েছে। এজন্য হাজ্জাজ সিকাহ রাবি হওয়া সত্ত্বেও এবং হাদিসটির প্রাসঙ্গিকতা ঠিক থাকলেও এই সনদে এটি গ্রহণযোগ্য নয়।[২৯]

৭. ইসমাইল ইবনু আইয়াশ রহ. বলেন, আমি ইরাকে ছিলাম। অতঃপর আমার নিকট আহলুল হাদিসরা এলেন, জিজ্ঞেস করলেন, অমুক ব্যক্তি খালেদ ইবনু মাদান থেকে হাদিস বর্ণনা করছে। তাই আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, কোন বছরে আপনি খালেদ ইবনু মাদানের কাছ থেকে এসব হাদিস লিখেছেন? তখন সে বলল, ১১৩ হিজরিতে। আমি তাকে বললাম, আপনি কি দাবি করছেন খালেদের মৃত্যুর সাত বছর পর তার কাছ থেকে হাদিস শুনেছেন!? ইসমাইল বলেন, খালেদ ১০৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।[৩০]

৮. এ কারণেই ইমাম হাফস ইবনু গিয়াস রহ. বলেন, যখন কোন রাবির ব্যাপারে অভিযোগ দেখবে তবে তা সময়কাল দিয়ে বিবেচনা করো।[৩১]

৯. ইমাম হাম্মাদ ইবনু যাইদ রহ. বলেন, মিথ্যুক রাবিদের ব্যাপারে জানার ক্ষেত্রে তারিখ অপেক্ষা অন্য কোনো শাস্ত্র অধিক সাহায্য করতে পারেনি।[৩২]

---

২৮. *আল-মিনহাজ* (সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা), নববি, *বাবুল কাশফি আন মাআয়িবুর রুওয়াত*, ১/১১৭।

২৯. *সহিহ মুসলিমের মুকাদ্দামা* (ইমাম নববির ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ), ১/৮৮।

৩০. *আল-মাজরুহিন*, ইবনু হিব্বান, ১/৭১; *আল-মাদখাল ইলা কিতাবিল ইকলিল*, হাকেম, পৃ. ৩১-৩২; *আল-জামে*, খতিব বাগদাদি, ক্রমিক নম্বর ১৪৫ (সনদ সহিহ); *মুকাদ্দামাতু ইলমিল হাদিস*, পৃ. ২১৩।

৩১. *আল-কিফায়াহ*, খতিব বাগদাদি, পৃ. ১৯৩; *তারিখে দিমাশক*, ইবনু আসাকির, ১/৫৪ (তার সনদে কোনো সমস্যা নেই।); *মুকাদ্দামাতু ইলমিল হাদিস*, পৃ. ২১৩; *তাদরিবুর রাবি*, সুয়ুতি, ২/৮৩৩।

১০. ইমাম ইবনুল আসির রহ. বলেন, আমি এমন অনেক বিজ্ঞ ও পাণ্ডিত্যের দাবিদারকে দেখেছি, তারা নিজেদের ইলমের ও রেওয়ায়াতের সাগর মনে করে আবার তারিখশাস্ত্রকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করে! তা থেকে বিরত থাকে এবং উহাকে পরিত্যাগ করে এই ধারণায় যে, তারিখের উপকারিতার সর্বশেষ সীমা হলো স্রেফ কিছু ঘটনা ও সংবাদ। আর কিছু হাদিসও রাতে বলার হালাকা করে বলা যায় এমন কিছু গল্প জানার মাধ্যমেই এর জ্ঞানের পরিসমাপ্তি ঘটে!! তাদের অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো যারা শস্যদানা কিংবা ফলের শুষ্ক খোসা যার ভেতরের নরম ও রসালো অংশ না দেখে ওপরের শুষ্ক খোসা বা ছোলা দেখেই ক্ষান্ত হয় (অর্থাৎ ওপরের শুষ্ক খোসা দেখেই সমালোচনা করে)। তাই যাকে আল্লাহ নিরাপদ মানসিকতা ও রুচি প্রদান করেছেন এবং সিরাতে মুসতাকিমের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন তিনি জানেন, তারিখের অনেক ও বিপুল পরিমাণ দুনিয়া ও আখিরাতকেন্দ্রিক ফায়দা ও উপকারিতা রয়েছে।[৩৩]

১২. ইমাম ইবনু খালদুন রহ. বলেন, নিশ্চয়ই তারিখশাস্ত্র এমন এক শিল্প যা মতবাদ হিসেবে পছন্দসই। যার অনেক ফায়দা ও উপকারিতা রয়েছে। এর পরিধি উত্তম পরিসীমায় পরিসীমিত যা আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের চরিত্র ও নবিদের জীবনচরিত এবং রাজাবাদশাদের রাজত্ব ও রাজ্যসংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত করে। যাতে করে সেসব ঘটনা পর্যাপ্ত পর্যায়ের অনুসরণীয় হয় তাদের জন্য, যারা দ্বীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন ঘটনা জানতে আগ্রহী।[৩৪]

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায়, বিভিন্ন শাস্ত্র নির্ণয়ের জন্য ইতিহাস ও তারিখের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু বারবার পুনরাবৃত্তি হয়

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইতিহাসের মহিমা ও বৈশিষ্ট্য বারংবার মানুষের জীবনে ঘুরে-ফিরে আবর্তিত হয়। যাতে করে মানুষ তার দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সচেতন হয়।

১. এ ব্যাপারে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন—

---

৩২. *আল-শামারিখ ফি ইলমিত তারিখ*, সুয়ুতি, ১/১৭-১৮; ইমাম খতিব বাগদাদি ও ইমাম ইবনুল জাওযি হাসসান ইবনু যাইদ থেকে এই বক্তব্য নকল করেন। যদিও এটি হাম্মাদ ইবনু যাইদ হওয়ার কথা। *তারিখে বাগদাদ*, ৭/৩৬৯; *আল-জামে লি আখলাকির রাবি ওয়া আদাবিস সামে*, খতিব, ক্রমিক নম্বর, ১৯; *আল-মাওজুআত*, ইবনুল জাওযি, ১/৪৯। ইমাম ইরাকি ও সাখাবি হাসসান ইবনু ইয়াযিদের সূত্রে এটি বর্ণনা করেন। *শরহুত তাবসিরাহ*, ৩/২৩৪; *ফাতহুল মুগিস*, ৪/৩৬৭।

৩৩. *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ইবনুল আসির, ১/১৪।

৩৪. *আল-মুকাদ্দিমা*, ইবনু খালদুন (শাইখ ইবনু দরবিশের তাহকিক), ১/৯২।

﴿وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ﴾

এবং এই দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি (পুনরাবৃত্তি করে থাকি) যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে চিনে নিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে শহিদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। [সূরা আলে ইমরান : ১৪০]

২. ইমাম বাইহাকি রহ. বলেন, তুমি এমন কোনো ঘটনা পাবে না যার মতো পূর্বে কোনো ঘটনা ঘটেনি।

৩. ইমাম ইবনুল আসির রহ. বলেন, নিশ্চয়ই এমন কোনো ঘটনা ও বিষয় সংঘটিত হয় না যা হুবহু কিংবা তার দৃষ্টান্ত এর পূর্বে বিগত হয়নি। অতঃপর তাতে আকল ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।[৩৫]

সুতরাং ইতিহাসের এই আবর্তন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

ইসলামি ইতিহাস পাঠ ও চর্চার কতিপয় মূলনীতি

ইতিহাসের যেমন অনেক সুবিধাজনক বিষয়াবলি রয়েছে অনুরূপভাবে তার কতিপয় ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। বিশেষ করে ইসলামি মূল্যবোধ ও বিশ্বাস যাতে অক্ষুণ্ন থাকে আর ইতিহাসের চোরাবালিতে যেন হারিয়ে তা বিসর্জন না দিতে হয়।

নিচে কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামি বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে ইতিহাস পাঠ ও চর্চার কতিপয় মূলনীতি আলোকপাত করা হলো :

১. খালেস নিয়ত রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা পাঠ ও চর্চা করা।

২. ইতিহাস পাঠ ও চর্চার সময় এর সীমাবদ্ধতা ও পরিসর সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞান রাখতে হবে।

৩. ইতিহাসকে কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাতের আলেম-ফকিহদের স্বতঃসিদ্ধ রায়ের বিরুদ্ধে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করানো যাবে না।

৪. মুশাজারাতে সাহাবা তথা সাহাবিদের পরস্পরের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ ও বিবাদমূলক ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সত্যতা যাচাই-বাছাই করতে হবে, সত্যতার প্রমাণ মিললেও ফকিহ ও সালাফদের তাদের ব্যাপারে অনুসৃত নীতি

---

৩৫. আল-কামিল ফিত-তারিখ, ইবনুল আসির, ১/১০।

অবলম্বন করতে হবে। আগে বেড়ে অনর্থক ও অন্যায় সমালোচনা ও প্রলাপ বকা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫. মনে রাখতে হবে এটি কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামের বিধিবিধানকে যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে সহায়ক, কিন্তু চূড়ান্তও নয় আবার শরিয়তের উৎসও নয়।

৬. ইতিহাস আমাদের জীবনের বহু কার্যাদির বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ ও শিক্ষা লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

৭. ইতিহাসের যেসব উপাদান রয়েছে তা স্থান-কাল-পরিস্থিতিভেদে একেক সময় একেক ফলাফল নির্দেশ করে। কখনো তা বিপরীতমুখীও হতে পারে।

৮. মনে রাখতে হবে এটি এমন অভিজ্ঞতা যার ওপর নির্ভর করে কোনো নাজুক পরিস্থিতিতে হুটহাট পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়। প্রয়োজনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মাঝে বিভিন্ন কলাকৌশল ও নতুন পদ্ধতির সমাবেশ ঘটিয়ে বর্তমানের জন্য উপযোগী করে তুলতে হবে। সেটি হতে পারে রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, শিল্পোন্নয়নে, নগরায়ণে, বিশ্বায়নে কিংবা জিহাদ ও যুদ্ধক্ষেত্রে।

৯. ইতিহাসের পাতায় উল্লেখিত সকল বিষয়ই সঠিক হওয়া জরুরি নয়। আর এটি সম্ভবও নয়। সকল ঐতিহাসিক এমনকি ইসলামি ঐতিহাসিকগণের ইতিহাসসংক্রান্ত বিভিন্ন কিতাবে অনেক মিথ্যা, বানোয়াট ও অসার গল্প, কিসসা ও কাহিনিও বিদ্যমান রয়েছে। রয়েছে অন্য ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকার কারণে মিথ্যা সাক্ষ্য। এসব ক্ষেত্রে ইসলামি ইতিহাসের ওপর যে-সকল কিতাব আছে তা কোনো ভালো শাস্ত্রজ্ঞানী আলেমের অধীনে পাঠ ও চর্চা করবে। যে আলেম একাধারে ইতিহাসেরও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন আবার ইসলামি মূল্যবোধ ও আকিদা সম্পর্কেও ভালো জ্ঞাত ও সচেতন।

১০. কোনো ফাসেক ও কাফেরের পক্ষ থেকে লিখিত ইতিহাসসংক্রান্ত কিতাবাদি ও তথ্য-উপাত্ত হতে উপকৃত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। একান্ত প্রয়োজন হলে সাধারণ মুসলমান নয় বরং কোনো বিজ্ঞ, নেককার ও ইতিহাস সম্পর্কে ভালো করে পরিজ্ঞাত ব্যক্তির মাধ্যমে সেই চাহিদা পূরণ করতে হবে। নতুবা অন্যদের জন্য এই শাস্ত্রের চোরাবালিতে পতিত হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

১১. উম্মাহর যে আলেমরা তাদের কর্মের কারণে মাবনুল হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে যারা জনসাধারণের সামনে তাদেরকে কলুষিত করতে চায় তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। এই ফিতনা-ফাসাদ অনেক সময়

পাঠক ও চর্চাকারীর মনের অজান্তেই হয়ে যেতে পারে, সে ক্ষেত্রেও বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

১২. ঐতিহাসিকদের তবাকাত তথা স্তর, মর্যাদা, খ্যাতি, গ্রহণযোগ্যতা, নিরপেক্ষতা কিংবা দলাঙ্কতা, মাজহাব এবং তাদের লেখালেখির ধরন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তারপর তা সামনে রেখে তাদের কিতাব অধ্যয়ন করতে হবে।

এসব বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এই জ্ঞানগর্ভ কিতাবটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যার নামকরণ করা হয়েছে, 'ইতিহাস পাঠ : প্রসঙ্গ কথা' নামে। বইটির প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি দেখেই অনুধাবন করেছিলাম যে, এটি বর্তমান প্রেক্ষাপটের জন্য খুবই উপযোগী ও দরকারি।

তবে এর গ্রহণযোগ্যতা সর্বসাধারণের পাশাপাশি সম্মানিত আলেমদের মাঝেও যাতে ব্যাপৃত হয় সেদিকে লক্ষ রেখে আমার প্রিয় ভাই ইমরান রাইহান-এর অনুরোধ ও আমার সদিচ্ছার সমন্বয় ঘটিয়ে আমার অযোগ্যতা জেনেও আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে দোজাহানে অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় এই মহতী কাজে হাত বুলিয়েছি।

এতকিছুর পরেও মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এই কিতাবের তালিক, তাহকিক, তাখরিজ ও শরয়ি সম্পাদনার ক্ষেত্রে যা-কিছু সঠিক ও উপকারী বিষয় বিবেচিত হবে তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যেসব ভুল পাওয়া যাবে তার দায়ভার আমার ও শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত হবে!

إن أحسنت فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي، والشيطان.

আহকারুল ইবাদ

আবদুল্লাহ আল মামুন (উফিয়া আনহু)

১৮ রমজান ১৪৪২ হি.